Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৩ মার্চ, ২০১৫

৩৮ বর্ষ ৯ সংখ্যা ২ মার্চ, ২০১৫, সোমবার, ১৭ ফাল্গুন, ১৪২১

সি আই টি ইউ-র বর্ধমান জেলা সম্মেলন উপলক্ষ্যে

‘আক্রান্ত গণতন্ত্র’ শীর্ষক আলোচনাসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ২৮ ফেব্রুয়ারি : ইস্পাতনগরীর বি. টি. রণদিভে ভবনে ২-৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য সি. আই. টি. ইউ-এর নবম বর্ধমান জেলা সম্মেলন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হল ‘আক্রান্ত গণতন্ত্র’ শীর্ষক এক আলোচনাসভা। সম্মেলন উপলক্ষ্যে সমগ্র দুর্গাপুর জুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

আজকের আলোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্র ও চলচ্চিত্র পরিচালক অরুণাভ গাঙ্গুলী। অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্র বলেন যে, আজ পশ্চিমবঙ্গের আক্রান্ত মানুষ, আক্রান্ত গণতন্ত্র। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী সংবিধান, গণতন্ত্রের প্রতি দায়বদ্ধতার বদলে দলতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই দলতন্ত্রের পরিণতিতে রাজ্য জুড়ে চলছে নৈরাজ্য, বেড়ে চলছে খুন-ধর্ষণ-তোলাবাজি। অথচ শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জী এই সব ঘটনাকে তুচ্ছ ঘটনা বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন। অপরদিকে, প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে দমানোর জন্য পুলিশি-নির্যাতন, শারীরিক আক্রমণ

—এরপর চারের পাতায়

কোলিয়ারি গর্ভে পাখা বন্ধ, আন্দোলনে শ্রমিকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল, ২৭ ফেব্রুয়ারি : প্রতিটি কোলিয়ারিতেই ভেতরকার গরম হাওয়া বার করে বাইরে থেকে ঠান্ডা হাওয়া প্রবেশের পথ করে দেবার জন্য বড় বড় এগ্‌জস্ট ফ্যান লাগানো থাকে। স্বভাবতই এগুলি বন্ধ থাকলে মাটির নিচেকার উত্তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং সেখানে কর্মরত শ্রমিকদের অসহনীয় অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়। অথচ বিগত দেড়মাসেরও বেশিদিন ধরে আসানসোলের নিকটস্থ ই. সি. এল-এর সাতগ্রাম কোলিয়ারির বৃহৎ ও একমাত্র এগ্‌জস্ট ফ্যানটি বন্ধ থাকায় ঐ কোলিয়ারির ৫৫০ জন শ্রমিক প্রচণ্ড উত্তাপের মধ্যে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। বলাবাহুল্য ব্লাস্টিং-এর সময় অবস্থা আরও ভয়াবহ হয়। বারবার মৌখিক ও লিখিত প্রতিবাদেও কোনো কাজ না হওয়ায় সি. আই. টি. ইউ, এ. আই. টি. ইউ. সি ও আই. এন. টি. ইউ.সি-র নেতৃত্বে শ্রমিকেরা আজ সকাল ৭টা থেকে কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভে সামিল হন। প্রায় ৭ ঘন্টা আন্দোলন চলার পর কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষ ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় বসে আগামী ২০ দিনের মধ্যে পাখা চালু করার প্রতিশ্রুতি দেবার পর পুনরায় কাজ চালু হয়। সি আই টি ইউ-এর পক্ষ থেকে বিবেক চৌধুরী জানিয়েছেন কোলিয়ারির অভ্যন্তরে বিস্তীর্ণ এলাকায় ভেন্টিলেশনের কাজে অপরিহার্য ঐ একমাত্র পাখাটি গত ৭ জানুয়ারি থেকে অচল। প্রথমে কর্তৃপক্ষ তিন সপ্তাহের মধ্যে মেরামতের প্রতিশ্রুতি দিলেও ৬ সপ্তাহের মধ্যেও সেই কাজ না হওয়ায় এদিন শ্রমিকেরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হন। এদিকে ই. সি. এল সাঁকতোড়িয়া হেড অফিস থেকে সি. এম. ডি-র কারিগরি সচিবও জানিয়েছেন যে তাঁরা দ্রুত সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হয়েছেন।

৮ মার্চ ব্রিগেড চলো শ্লোগানে মুখর বর্ধমানের গ্রাম-শহর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১ মার্চ : ব্রিগেড অভিমুখী বর্ধমান। ৮ মার্চ বিগ্রেড সমাবেশকে সফল করতে চলছে প্রচার জোর কদমে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি(মার্কসবাদী), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ২৪তম সম্মেলনের সূচনা হচ্ছে ৮ মার্চ ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডের সমাবেশের মধ্য দিয়ে। সম্মেলন চলবে ১৩ মার্চ পর্যন্ত। স্বাভাবিক ভাবে গ্রাম থেকে গ্রামান্তর, শহর থেকে নগর এখন একই শ্লোগান—৮ মার্চ ব্রিগেড চলো।

ব্রিগেড সমাবেশকে সফল করতে মহিলাদের সভা গুসকরায়। ছবি : জলেশ্বর পাত্র

শ্লোগানে দাবি উঠছে—রাজ্য স্বৈরশাসনের অবসান চাই, ধর্মের নামে ভেদাভেদের রাজনীতি মুক্ত সমাজ চাই, কর্মসংস্থানের জন্য শিল্পায়ন চাই শিক্ষাক্ষেত্রে সন্ত্রাস নৈরাজ্য মুক্ত ক্যাম্পাস, সারদা সহ চিটফাণ্ড প্রতারিতদের টাকা ফেরৎ চাই, প্রতারকদের শাস্তি চাই, রাজ্যগুলির

প্রতি কেন্দ্রে বৈষম্যের অবসান চাই, কৃষকের ফসলের লাভজনক দাম চাই, রেগা প্রকল্পে কাজের অধিকার চাই। ব্রিগেড ময়দানে শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে চলছে মিছিল, মিটিং, গ্রুপ বৈঠক, জনসভা গ্রামে ও শহরে। ব্রিগেডের ডাক পেয়ে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন আউশগ্রামের আদিবাসী মহিলারা। মাদল বাজিয়ে তাঁরা হাজির হবেন ব্রিগেড ময়দানে। দিকনগর, বিল্বগ্রাম, ভাল্কী, আউশগ্রাম, ডাঙাপাড়া বা অজয় তীরবর্তী ভেদিয়ার সাথে দেবশালার আক্রান্তরাও হাজির হবেন ৮ মার্চ ব্রিগেডে। রাজ্যে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী তৃণমূলি বাহিনীর কাছে জবাব চাইতে ব্রিগেডে হাজির হবেন ভাল্কী অঞ্চলের মানুষ।

ম ঙ্গ ল ী বাসকে, জ্যোৎস্না টুডু, বিজলী কিস্কু, প্রতিমা বাগ্দি, মঞ্জু বাগ্দিরা তাই এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। পাড়া-প্রতিবেশীদের বাড়িতে গিয়ে যেমন তাদের সঙ্গে যেতে আহ্বান জানাচ্ছেন ইস্তেহার বা লিফলেট দিয়ে, তেমনি সংগ্রহ করছে ব্রিগেড যাওয়ার খরচের জন্য অর্থ। গ্রামে-গঞ্জে গণতন্ত্র নেই, দমবন্ধ করা পরিবেশ, একসঙ্গে চার-পাঁচজনকে দেখলেই শুরু হয় হামলা আর নির্যাতন—তাই এই মগের মূলুকের অবসান চায় চাগ্রাম অঞ্চলের কৃষকরা, মাধবডিহির পাষণ্ডার কৃষিজীবী ক্ষেতমজুররা। তাই সবাই জোটবদ্ধ হচ্ছে ব্রিগেড যাওয়ার জন্য। প্রতিবাদ প্রতিরোধের নতুন অখ্যান রচনার জন্য।

মেমারি কৃষ্ণবাজার এলাকায় সি পি আই(এম) কর্মীরা স্কোয়াড করেছেন। ব্রিগেড সমাবেশকে ঐতিহাসিক সমাবেশে রূপ দেওয়ার জন্য। কালনা, পূর্বস্থলী, কাটোয়া থেকে মঙ্গলকোট কেতুগ্রাম সর্বত্র এখন গ্রামজীবনে ৮ মার্চের ব্রিগেড সমাবেশ হিন্দোল তুলছে শ্রমজীবী মানুষের মনে। গলসি বুদবুদ কাঁকশা দুর্গাপুর থেকে বরাকর শিল্প কারখানা মাঠে ময়দানে এখন কলরব ব্রিগেড— ৮ মার্চ ব্রিগেড চলো। আওয়াজ উঠছে মিছিলে, বৈঠকে—প্রতিবাদের নতুন বার্তা নিতে, প্রতিরোধের নতুন কাহিনী গড়তে ৮ মার্চ ব্রিগেড চলো। সালানপুর থেকে বিনোদ তেওয়ারি ফোন করে জানিয়েছে তার বন্ধু শুভেন্দুকে—দেখা হবে ৮ মার্চ ব্রিগেডের ময়দানে, এন. বি. এ স্টলের পেছনে। শুভেন্দু তাই সকাল-সকাল যাবে আরও নতুন বন্ধুর সন্ধানে আগামী সংগ্রামের জন্য ব্রিগেড। নতুন সংগ্রামের জন্য উজ্জীবিত হতে লক্ষাধিক মানুষ যোগ দেবেন বর্ধমান জেলা থেকে এই সমাবেশে।

মিড-ডে মিলের টাকা চাইতে গিয়ে আক্রান্ত মহিলারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৫ ফেব্রুয়ারি : নিজেদের হকের টাকা চাইতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন বিল্বগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের মিড-ডে মিলের রাঁধুনি ৩০ জন তপশিলি ও তপশিলি উপজাতি মহিলা। তাঁরা আউশগ্রাম থানা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও স্থানীয় সিভিক পুলিশদের নামে প্রথম থানায় ও প্রতিকার না পেয়ে বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতির কাছে ডেপুটেশন দিয়েছেন। অভিযোগ মিড-ডে মিল প্রকল্পে দীর্ঘদিন ধরে দুলী হেমব্রম, অন্না মাঝিরা উচ্চ বিদ্যালয়ের মিড-ডে মিলের রান্না করে আসছেন। ৩০ জন আদিবাসী মহিলাকে দীর্ঘদিন তাঁদের মজুরি দেওয়া হয়নি। বকেয়া অঙ্কটা ১ লক্ষ ৮০ হাজারে পৌঁছেছে। এখন তাঁদের কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে, স্থানীয় তৃণমূলের প্রচ্ছন্ন মদতে।

অভিযোগকারিণীরা পাওনা টাকার সাথে কাজে পুনর্বহালের দাবি জানিয়েছেন।

রাজ্য বাজেটে বিভ্রান্তি বাড়লো

অরূপ চট্টোপাধ্যায়

প্রথা ভেঙে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ-এর একদিন আগে যে রাজ্য বাজেট পেশ করলেন আমাদের রাজ্যের মাননীয় অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র মহাশয় তাতে আমাদের বিভ্রান্তি বাড়লো। কারণ এই বাজেট প্রস্তাবনার সাথে বাস্তবে মিল খুঁজে পেলাম না। অমিতবাবু উল্লেখ করলেন আমাদের রাজ্যের উন্নয়নের হার কেন্দ্রে থেকে অনেকটাই বেশি। কেন্দ্রের জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি যখন ৭ শতাংশের কাছাকাছি তখন রাজ্যের ক্ষেত্রে এই হার ১০.৪৮ শতাংশ। কিন্তু রাজ্যের বাস্তব অবস্থা অমিতবাবুর দাবির সাথে মেলে না। পশ্চিমবঙ্গে কৃষি উন্নয়নের গতি শ্লথ, নতুন কোনো শিল্পস্থাপন নেই, এমনকি চালু কলকারখানাগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সেবাক্ষেত্রে যে সামান্য কর্মসংস্থান হচ্ছে তা মূলত অসংগঠিত ক্ষেত্রে এবং স্বল্প মজুরিতে। তাই আয় বৃদ্ধির মিল খুঁজতে গিয়ে প্রতিবেদক নিজে একটি পরিমান করে। ১৯৯৩-৯৪ সাল থেকে ২০১০-১১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের শাসনকালে রাজ্যের আয় বৃদ্ধি ঘটেছিল ১০.৫ শতাংশ (exponential trend growth অনুযায়ী) যা তৃণমূল সরকারের শাসনকালে কমে দাঁড়িয়েছে ৯.৭ শতাংশ (যার দাম নিরপেক্ষ প্রকৃত বৃদ্ধি দাঁড়ায় মাত্র ৬.৯ শতাংশ)। এই পরিমাপ বাস্তবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। অর্থমন্ত্রী যে বছরভিত্তিক হিসাব করেছেন তার থেকে Trend growth -এর পরিমাপ অধিকতর বিজ্ঞানভিত্তিক। ভাঙা রেকর্ডের মতো এই বাজেট প্রস্তাবেও উল্লেখ করা হয়েছে বাম শাসনকালে মাত্রাছাড়া ঋণ নেওয়ার কথা। যার দায়ভার বহন করতে, বলা হচ্ছে, এই সরকারের সব টাকাই চলে যাচ্ছে। এ বিষয়ে খোঁজ করতে গিয়েও অন্য চিত্র লক্ষ করা যাচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পুঞ্জীভূত ঋণের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৯২ হাজার কোটি টাকা, যার মধ্যে কংগ্রেস সরকারের নেওয়া ঋণের পরিমাণ ছিল তদান্তীন বাজার দরে ৮৯ হাজার কোটি টাকার মতো। অর্থাৎ শুধু ৩৪ বছরে বাম সরকারের নেওয়া ঋণের পরিমাণ ছিল মাত্র ১ লক্ষ কোটি টাকার মতো। যার অনেকটাই ক্ষুদ্র সঞ্চয়-এর জন্য রাজ্যকে নিতে বাধ্য হতে হয়। কিন্তু বর্তমানের সরকার, বাজেটের হিসাব অনুয়ায়ী, শুধু সাড়ে তিন বছরে ঋণ নিয়েছে ৮৩ হাজার কোটি টাকা এবং প্রস্তাব অনুযায়ী পরের বছর এই ঋণের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়াবে ১ লক্ষ ৭ হাজার কোটি টাকা (অর্থাৎ মোট ঋণ হবে ২ লক্ষ ৯৯ হাজার কোটি টাকা)। তৃণমূল সরকারের এই পাহাড়প্রমাণ ঋণের অনেকটাই চড়া সুদের হারে বাজার থেকে সংগৃহীত, কারণ স্বল্প সঞ্চয় থেকে প্রাপ্ত ঋণ (সারদার মতো প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য) এখন তলানিতে। অতএব রাজ্যে ঋণের ফাঁদের জন্য কারা দায়ী তা সহজেই অনুমেয়। এই ঋণের পিছনে উল্লেখ করা যায় বর্তমানের সরকারের বেহিসাবি খরচ—মেলা, উৎসব, দানছত্রের মতো অনুৎপাদক ক্রমবর্ধমান ব্যয়।

বাজেট প্রস্তাবে বলা হয়েছে নতুন করে শিল্প স্থাপিত হয়েছে বা শিল্প নির্মাণ অবস্থায় আছে—এ সমস্ত ক্ষেত্রে রাজ্যে মোট বিনিয়োগ হয়েছে ৮৪ হাজার কোটি টাকা। প্রথমত এই হিসাবে গত সাড়ে তিন বছরের। দ্বিতীয়ত, এই হিসাবে নতুন করে নির্মিত শিল্পের সংখ্যা কত এবং তাতে কতটা বিনিয়োগ হয়েছে তা জানানো হয়নি। কারণ তার পরিমাণ খুবই নগণ্য। তৃতীয়ত, এই শিল্প কী ধরনের? তেলেভাজা শিল্প বা শিল্প-কলা নয় তো? চতুর্থত, তিন লক্ষের উপর যে বিনিয়োগের কথা বেঙ্গল লিড্‌স বা সিঙ্গাপুর শিল্প সম্মেলনের পর শুনতে পেয়েছিলাম, তার কী হল? সেটা এক-তৃতীয়াংশের চেয়েও কমে গেল কী করে? পঞ্চমত, বাজেট প্রস্তাবের বার্ষিক হিসাব ধরলে রাজ্যে নতুন করে শিল্পে বিনিয়োগের করুণ অবস্থা ধরা পড়ে। গত বছরের থেকে চলতি বছরে অন্য রাজ্যে বিনিয়োগ বাড়লেও আমাদের রাজ্যে শিল্পে বিনিয়োগ কমেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বাম শাসনকালে মূলধনি ব্যয়ে যে জোর দেওয়া হত তা এই সরকারের আমলে গুরুত্ব হারিয়েছে। মনে রাখা দরকার, মূলধনি ব্যয়ের একটি Gestation period থাকে অর্থাৎ আজ মূলধনি ব্যয় করলে এর সুফল পাওয়া যায় ভবিষ্যতে। এই হিসাবে বাম আমলের বেশি মূলধনি ব্যয়ের সুবিধা এই সরকার পাচ্ছে। অন্যদিকে তৃণমূল সরকারের বেশি রেভিনিউ ব্যয়ের কুফল পরবর্তী সরকার বহন করবে।

বাজেটে অর্থমন্ত্রী আরো দাবি করেছেন যে, গত সাড়ে তিন বছরে রাজ্যে কর্মসংস্থান হয়েছে ৪০ লক্ষ ব্যক্তির এবং পরের বছর আরো ৭ লক্ষ লোকের নতুন করে কর্মসংস্থান হবে। এই দাবি কতটা অসাড় তা সাধারণ জনগণও উপলব্ধি করতে পারছেন। প্রথমত, কোথায় নতুন কর্ম সৃষ্টি হয়েছে? যেখানে শিল্পের অবস্থা করুণ এবং রাজ্যের কৃষি সমস্যাসংকুল। দ্বিতীয়ত, এই কর্মসংস্থান কাদের হয়েছে? যুবক-যুবতীরা এখন স্কুল-সার্ভিস, টেট ইত্যাদির প্রতীক্ষায় আকুল। সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকরা কাজ হারাচ্ছে। সরকারি ক্ষেত্রে সমস্ত নিয়োগ প্রায় বন্ধ,

—এরপর তিনের পাতায়

নতুন চিঠি

২ মার্চ, ২০১৫

তিন বাজেটের ধাক্কা

ফেব্রুয়ারির শেষ তিন দিনে (২৬-২৮) তিন তিনটি বাজেটের একের পর এক ধাক্কায় কুপোকাত ভারতবাসী তথা পশ্চিমবঙ্গবাসী। ২৬ ফেব্রুয়ারি সংসদে পেশ হল ভারতের রেল বাজেট। বাজেটে অজস্র ইচ্ছার প্রকাশ ঘটিয়েছেন রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু—যা অনেকটা প্রভুর বরদানের মতোই মনে হয়েছে, কেননা কবে বা কীভাবে সেই ইচ্ছাগুলি রূপায়িত হবে তা ভক্তরা তো ছাড়, স্বয়ং প্রভুই জানেন কিনা সন্দেহ। তবে একটি ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই—তা হল রেলক্ষেত্রে শুধু দেশের বেসরকারি মূলধনই নয়, সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ তার শক্তিশালী জায়গা করে নেবে—সেবা ক্রমশ জায়গা ছেড়ে দেবে দেশি-বিদেশি মূলধনের মুনাফা অর্জনের প্রক্রিয়াকে।

কেন্দ্রের একই দৃষ্টিভঙ্গির আরও নির্লজ্জ প্রকাশ ঘটলো ২৮ ফেব্রুয়ারি সংসদে পেশ করা সাধারণ বাজেটে। যাদের হাত ধরে বিজেপির মোদী সরকার ক্ষমতায় আসীন হয়েছে, সেই কর্পোরেট পুঁজির কাছে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের দলিল এই বাজেট। সাধারণ মানুষের জন্যন্য কোনো সদর্থক পদক্ষেপ তো নয়ই, উল্টে তাদের ঘাড়ে চাপানো হলো পরোক্ষ করের বিপুল বোঝা। অন্যদিকে সমস্ত নিয়ন্ত্রণের আগল খুলে দিয়ে বিশ্ব কর্পোরেট পুঁজির উন্মুক্ত মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত করা হল সমগ্র দেশকে।

কেন্দ্রের সাধারণ বাজেট পেশের ঠিক একদিন আগে, ২৭ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পেশ করা হলো রাজ্য বাজেট। কেন্দ্রকে কেয়ারই করেন না পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। দিশাহীন তৃণমূল শাসনে বাজেটও দিশাহীন। আজগুবি তথ্য যথেচ্ছ প্রতিশ্রুতি ও অবাস্তব প্রস্তাবে ভরপুর এই বাজেট সম্পর্কে যত কম কথা বলা যায় ততই ভালো। আসলে সংসদীয় ব্যবস্থায় বাজেট একটা পেশ করতে হয়, তাই তৃণমূল মহানেত্রীকে বাধ্য হয়েই এই অর্থহীন কাজ করতে হয়। আসলে তিনি যখন যা করেন, করবেন মনে করেন, সেটাই অবশ্যকরণীয়—সেটাই আসল বাজেট।

পরপর তিন বাজেটের ধাক্কা সামলাতে হবে আগামী দিনগুলিতে—এই আতঙ্কেই এখন সাধারণ মানুষকে দিন কাটাতে হবে।

সংবর্ধিত হল রায়নার অ্যাথলিট রজিনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৬ ফেব্রুয়ারি : জাতীয় স্তরে মহিলা অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় দুটি ইভেন্টে সোনা এবং একটিতে ব্রোঞ্জ পদক নিয়ে বৃহস্পতিবার নিজের গ্রাম রায়নার নাড়ুগ্রাম পঞ্চায়েতের শংকরপুরে ফিরেছে রজিনা। জমিতে পা রাখতেই গ্রামের মানুষ উৎফুল্ল হয়ে উৎসবে মেতে উঠলো ঘরের মেয়ে রজিনা মির্জাকে নিয়ে। বাবা কাশেম আলি মির্জা পেশায় রাজমিস্ত্রি। তিন বোনের ছোট বোন রজিনা দীর্ঘ সংগ্রাম করে ৪০টি পদক অর্জন করেছে। আগ্রা, গুজরাট, কেরল, ত্রিপুরায় অংশগ্রহণ করেছে। একাদশ শ্রেণির ছাত্রী রজিনার পথ চলা শুরু রায়নার কিশোর বাহিনীর একজন প্রতিযোগী হিসাবে।

আজ শঙ্করপুরে রজিনার ঘরে সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। সংবর্ধনায় জেলার প্রাক্তন সভাধিপতি উদয় সরকার বক্তব্য রাখেন। এছাড়া মির্জা আক্তার আলি, বিকাশ মালিক প্রমুখরা বক্তব্য রাখেন।

রজিনা বলেন, আমার দেশ আমার রাজ্য আমার জেলা আমার গ্রামকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছাবোই। এই আমার একমাত্র লক্ষ্য। পরিবারে অভাব থাকা সত্ত্বেও রজিনা সংগ্রাম করে চলেছে।

এক ডজন প্রশ্ন

১. নাইলনের টুথব্রাশ কবে বাজারে আসে?
২. আইপড এবং আইফোনের অবিষ্কর্তা কে? তিনি কোথায় কবে জন্মান?
৩. বীরবল কে ছিলেন? তাঁর কবে কীভাবে মৃত্যু হয়েছিল?
৪. বিশ্বের অন্যতম ক্রিকেটার ডোনাল্ড ব্রাডম্যান কবে প্রয়াত হন? জন্ম কবে?
৫. ১৯৫৪ সালে রসায়নে এবং ১৯৬২ সালে শান্তিতে দু'বার নোবেল জয়ী কে ছিলেন? তাঁর কবে কোথায় জন্ম?
৬. প্রখ্যাত আইনজীবী, দানবীর রাসবিহারী ঘোষ কোথায় জন্মান? কবে প্রয়াত হন?
৭. মিশর দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? এই দেশের জাতীয় প্রতীক কী? জাতীয় ফুল কী?
৮. বিজ্ঞানী সি ভি রমন 'রমন এফেক্ট' কবে আবিষ্কার করেন? তিনি কোন সালে নোবেল পুরস্কার পান?
৯. হাওড়া ব্রিজ সর্বসাধারণের জন্য কবে খুলে দেওয়া হয়? এই ব্রিজের নকশা কে করেছিলেন?
১০. কোন দেশের এক পরিবারে পরপর তিন লিপিয়ার ২৯ ফেব্রুয়ারি তিনজন সন্তানের জন্ম হয়েছিল?
১১. বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০ বিঘা জমি কে কবে কার কাছ থেকে ক্রয় করেছিলেন?
১২. কোন বিশ্বকাপ ক্রিকেটে কবে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটার লসিস মালিঙ্গা হ্যাটট্রিক করেন?

(উত্তর শেষের পাতায়)

মেক ইন ইণ্ডিয়া না ব্রেক ইন ইণ্ডিয়া? কেন্দ্রীয় বাজেট : ২০১৫-১৬

আচ্ছে দিন : ধনীদের পৌষমাস, গরিব-মধ্যবিত্তের সর্বনাশ

ধনীদের পৌষ মাস

□ কর্পোরেটকে রাজস্ব ছাড় ৬২ হাজার ৩৯৮ কোটি টাকা। ২০১৩-১৪ তে ছিল ৫৭,৭৯৩ কোটি টাকা। বৃদ্ধির হার ৮%।

□ শিল্পপতিদের কর্পোরেট আয়কর ছাড় ৩০% থেকে ২৫%। প্রত্যক্ষ কর কমবে ৮৩১৫ কোটি টাকা।

□ বিদেশি কোটিপতিদের (সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ—এফ.ডি.আই ও বিদেশি প্রতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ—এফ আই আই) মূলধনি লভ্যাংশ কর ও ন্যূনতম বিকল্প কর থেকে রেহাই দিয়ে বড় ছাড়ের ব্যবস্থা।

□ কোটিপতিদের সম্পত্তি কর থেকে রেহাই। পরিবর্তে ১ কোটি টাকার বার্ষিক আয়, এমন কোটি পতিদের ২ শতাংশ সারচার্জ। সম্পত্তি কর থেকে গত বছর আয় ছিল ৯৫০ কোটি টাকা।

□ কালো টাকা লেনদেন ঠেকানোর বিধি GAAR চালুর সময়সীমা পিছিয়ে দেওয়া হল—চালু হবে ২০১৭-১৮ আর্থিক বর্ষ থেকে। যদি আদৌ চালু হয়, তবে সাময়িক বাঁচলেন মহাধনীরা।

গরিব-মধ্যবিত্তের সর্বনাশ

□ আয় করে ছাড় নেই—যা ছিল তাই।

□ গরিব-মধ্যবিত্তের পকেট কেটে পরোক্ষ কর থেকে আয় বৃদ্ধি ২৩ হাজার ৩৮৩ কোটি টাকা।

□ **যোগাযোগ বন্ধ**

পরিষেবা করের হার বেড়ে হচ্ছে ১২.৩৬% (.৩৬% শিক্ষা সেস সহ) থেকে বেড়ে হচ্ছে ১৪%। ফলে খরচ বাড়বে টেলিফোন, হলে বসে সিনেমা দেখা, নার্সিংহোম-বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা, মিনারেল ওয়াটার, সুগন্ধী জল ইত্যাদির খরচ। তাছাড়া পরিষেবা বাড়ানোর রাস্তা খুলে রাখলো, পরিষেবার ঋণাত্মক তালিকা অর্থাৎ যে তালিকায় নাম থাকলে করের আওতায় আসেনা, তাকে ছোট করে।

□ **উন্নয়ন স্তব্ধ**

যোজনায় ছাটাই এক লক্ষ কোটি টাকা।

অন্ধকার জগৎ ফিরে এলো শিক্ষায় ব্যাপক ছাটাই (কোটি টাকায়)

১। বিদ্যালয় শিক্ষা ও সাক্ষরতা —১, ২৭,৮৯০.৫০ (২৪,৬৭ শতাংশর বেশি)।
২। উচ্চ শিক্ষা - ১,০৪৫
৩। সর্ব শিক্ষা - ৬,২৫৮ (২২.১৪ %)
৪। মধ্য শিক্ষা - ২,৫৫৭ (২৯.৮০%)
৫। প্রযুক্তিগত শিক্ষা ৪৩৪
৬। বিজ্ঞান শিক্ষা - ২৫%
৭। মিড-ডে মিলের বরাদ্দ - ৩,৯৭৮.৬০ (৩০.১০%)
৮। মোট বাজেট বরাদ্দ - ৬৮,৯৬৮ (বাজেট বরাদ্দের মাত্র ৩.৮%)

□ স্বাস্থ্য পরিষেবা : ফেল কড়ি মাখ তেল

স্বাস্থ্য পরিষেবায় ছাঁটাই - ২০১১ কোটি

কর্মসংস্থান : কাজ কম, বাঁচা দুরূহ

জাতীয় কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্প (১০০ দিনের কাজ)

গত বছর ৩৪ হাজার + গত বছরের বকেয়া অর্থ ৮০০০, মোট ৪২ হাজার কোটি। বরাদ্দ ৩৩,৭০০, ছাঁটাই - ৮৩১০ (১৯.৭৬%)

কৃষি : কৃষকের আত্মহত্যা বাড়বে না তো?

১. কৃষি মন্ত্রকে ছাঁটাই - ৬৩৪৮ (৩৬.২৭%)
২. সেচ মন্ত্রকে ছাঁটাই - ৭,৯৯২ (৭৯.৯৮%)

জাতীয় জীবিকা প্রকল্প ২৩৪

□ **শিশু ও মাতৃকল্যাণ : মা ও শিশু কি বাঁচবে?**

শিশু ও মাতৃকল্যাণ প্রকল্প (আই. সি. ডি. এস)-এ ছাঁটাই অর্ধেকের বেশি - ৮৩১৬ (৫.৯৬%)

□ **ভর্তুকি কমল—কার সবনাশ? ৯.৫ শতাংশ**

□ জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা (অসংগঠিত শ্রমিক) তহবিলে বরাদ্ধ মাত্র ৬০৭

□ **আবাসন নির্মাণ ও শহরাঞ্চল দারিদ্র দূরীকরণ**— ছাঁটাই ৩৭৪

□ **তফশিলি জাতিভুক্ত মানুষের উন্নয়ন :** বরাদ্দ ছাঁটাই নির্ধারিত ১৭ শতাংশের বদলে ৮.৩৪ শতাংশ—১২,০০০।

সংকলন : অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

খুন তো হতেই হবে ...

প্রসেনজিৎ চৌধুরী

যে মুহূর্তে সংবাদটা ব্লিঙ্ক করলো বাংলাদেশের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে, তখন তেমন চমকে যাইনি। মনে হয়েছিল এ ধরনের দু-একটা লাশ রোজ পড়ে ঢাকায়। এটাই বৃহত্তর বাংলার রাজধানীর পরিচিত ছবি। কিছু পরে বড় ব্রেকিং—ঢাকায় খুন সাহিত্যিক। চমকে গিয়েছিলাম। মনের মধ্যে ভেসে উঠেছিল কয়েকজনের নাম। স্বীকার করে নেওয়া ভাল পশ্চিমবাংলার বেশিরভাগ পাঠকের মতো আমিও পূর্ববাংলার সাহিত্য নিয়ে প্রায় উদাসীন। যে দু-তিন জনের নাম জানেন এখানকার অনেকে, আমিও তাঁদের দলেই পড়ি। সেটা আমার অক্ষমতা। কাজেই সাহিত্যিক অভিজিৎ রায় আমার কাছে অপরিচিত ছিলেন। আর ব্লগ বিষয়টি ঠিক আমি বুঝি না। তাই ব্লগার অভিজিৎ-এর সঙ্গেও পরিচিত নই।

আপাতত আমার মতো অনেকেই জানেন অভিজিৎ রায়ের নামটা। তাঁর খুনের বিষয়টি কতটা উদ্বেগজনক তা বুঝতে হলে একুশে বইমেলার প্রসঙ্গ টানা ভাল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেউ ফিসফিস করে কিছু বললেই তা শোনা যায় বাংলা এজাডেমির প্রাঙ্গণে। এটাই চলতি কথা। সেখানেই প্রতিবছর মহান ভাষা শহিদ দিবস অর্থাৎ ২১ ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে একমাস ধরে বইমেলা হয়। ভিড়ে ঠাসা সেই মেলার শেষে স্ত্রী রফিদা আহমেদ বন্যাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরছিলেন অভিজিৎ রায়। তখনই দুজনের উপর আক্রমণ করা হয়। ফুচকা, আলুকাবলির কয়েকটা স্টলের সামনে দুই যুবক সরাসরি কাটারি দিয়ে কোপাতে থাকে অভিজিৎকে। বাধা দিয়েছিলেন রফিদা। তাঁকেও কোপানো হয়।

প্রায় একইস্থানে ২০০৪ সালে একইভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন প্রয়াত বাংলাদেশি সাহিত্যিক হুমায়ুন আজাদ।

একুশে বইমেলার সেই খুনের প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, নিশ্চিন্তে

অভিজিৎ ও রফিদাকে মারাত্মক জখম করে চলে গিয়েছিল খুনিরা। পুলিশ আসেনি। রাস্তার উপর পড়ে রয়েছেন অভিজিৎ রায়। তাঁর স্ত্রী রফিদা বন্যার হাতের আঙুলটি ছিন্ন হয়ে রাস্তায় পড়ে রয়েছে। এই হল অবস্থা। কিছু পরে দুজনকেই নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। মাথাটি দেহ থেকে প্রায় আলাদ হয়েই গিয়েছিল। অস্ত্রোপচারের আগেই মৃত্যু হয় অভিজিতের।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী এই বাংলাদেশী সফটওয়্যার বিশেষজ্ঞ 'মুক্তমনা' বলে একটি মৌলবাদ-বিরোধী ব্লগের সৃষ্টিকর্তা। সেখানেই নিয়মিত লিখতেন অভিজিৎ ও রফিদা। ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে গিয়ে ওয়েব দুনিয়ার অভিজিৎ রায়ের বই প্রকাশের পরই কয়েকটি গোষ্ঠী খুনের হুমকি দিয়েছিল তাঁকে। 'রকমারি'-নামে ওয়েব বই বিক্রির প্রতিষ্ঠানটির মালিককেও হুমকি দেওয়া হয়েছিল। পরে অভিজিতের বই প্রকাশ করা বন্ধ করে 'রকমারি'। তবে ব্লগে নিয়মিত লিখতেন এই সফটওয়্যার সাহিত্যিক। ফের হুমকি—'এবার ঢাকায় ফিরলে জান যাবে'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের বিশিষ্ট অধ্যাপক অজয় রায়ের ছেলে মুহূর্তের জন্য ভুলে গিয়েছিলেন, সমকালীন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি। যেখানে ভর সন্ধ্যেবেলা গাড়িতে বোমা ছুড়ে যাত্রীদের পুড়িয়ে মারা প্রায় রোজকার ঘটনা। সেখানে তাঁর উপর আক্রমণটা স্বাভাবিক। ভুলে গিয়েছিলেন, আরও এক ব্লগার রাজবী আহমেদের মৃত্যুর কথা। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় লাগাতার খুনে জড়িতদের ফাঁসির দাবিতে চলা শাহবাগ আন্দোলন চলাকালীনই তাঁকেও কুপিয়ে খুন করা হয়েছিল।

বস্তুতপক্ষে বাংলাদেশে কুপিয়ে খুন করার একটা রেওয়াজ আছে। গুলি করে খুন খুব একটা হয় না। এর কারণ অপরাধ বিশেষজ্ঞরা দিতে পারবেন। হয়তো নৃশংসতা ছড়াতেই এরকম পদ্ধতি নেয় দুষ্কৃতীরা। যেমনটা হয়েছে অভিজিৎ রায় ও রফিদা বন্যার উপর আঘাত করার সময়ে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এক একটি আঘাতের গভীরতা অন্তত তিন ইঞ্চির বেশি।

কারা এমন খুন করতে পারে? তদন্ত শুরু করে মুখ থুবড়ে পড়ার বিষয়ে ওস্তাদ ঢাকা মহানগর পুলিশের একটা কাজ হল—কিছু হলেই দায়টা জঙ্গি গোষ্ঠীর ঘাড়ে চাপানো। এক্ষেত্রে তাও করতে হয়নি। অভিজিৎ রায় ও রফিদার আক্রমণের পরই উল্লসিত আনসার বাংলা-৭ গোষ্ঠী। ঘটনাটিকে বিজয় হিসেবে পালন করে মিষ্টি বিতরণ করার কথাও বলেছে সংগঠনটি। এখন তাদের খুঁজতেই ব্যস্ত পুলিশ। আনসার বাংলা-৭ নামটি এই বাংলায় তেমন পরিচিত নয়। জামাত উল মুজাহিদিন বাংলাদেশ বা জেএমবি-র সঙ্গে তাদের যোগাযোগ রয়েছে। আল কায়দা নেটওয়ার্কের মধ্যে পড়ে আনসার বাংলা। আর বর্ধমানে বিস্ফোরণের পর যেভাবে জেএমবি নামটি আমাদের মুখে মুখে ফিরছে, তাদেরই ঘনিষ্ঠ আনসার বাংলা।

স্বাভাবিকভাবেই একটা প্রশ্ন জাগছে মনে, ক্ষমতায় থেকে তাহলে কি করছেন

—এরপর চারের পাতায়

বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

আলো আমার আলো ওগো আলোয় ভুবন ভরা

চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জল আর বাতাসের পরেই আলো এক অমুল্য প্রাকৃতিক সম্পদ বলেই আমরা জানি। আলোর সৃষ্টি ও প্রয়োজন মত ব্যবহার নিয়েই আলোক বিজ্ঞান ও তার প্রযুক্তি। রামধনুর সাতটা রঙ ছাড়াও বিস্তীর্ণ আলোক তরঙ্গের পাল্লা কখনো এক্স-রশ্মি নামে চিকিৎসায় কখনো মাইক্রো-ওয়েভ নামে তাপ উৎপাদনে কিংবা রেডিও ওয়েভ নামে সম্প্রচারে ব্যবহৃত হচ্ছে। সেই আলো নিয়েই মানুষের কৌতূহল কবে শুরু হয়েছিল বলা কঠিন। তবে আজ থেকে হাজার বছর আগে আরব গরিমার দিনগুলিতে প্রথম ব্যবহারিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতেই আলোর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করেছিলেন ইরাকের জ্যোতির্বিজ্ঞানী আল হাসান ইবন আলহাথাম। চোখের লেনস, কর্ণিয়া, রেটিনা ইত্যাদি অংশগুলি তিনিই চিহ্নিত করে নামকরণ করেন। তাঁর সেই ধারণার ফসল নিয়ে আলোকবিজ্ঞানের সাত খণ্ডের অমূল্য গ্রন্থ 'কিতাব-আল-মঞ্জির' প্রকাশিত হয় ১০১৫ সালে। ইউরোপে রেনেসাঁসের সময়ে গ্যালিলিও দূরবিনের সাহায্যে বৃহস্পতির উপগ্রহ, শুক্রের সরণ পর্যবেক্ষণ করেন। পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহগুলি সূর্যের চারিদিক পাক খাচ্ছে, জোহানস্ কেপলারের এই ধারণা বিজ্ঞানী গ্যালিলিও প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬১৫ সালে এই কারণেই তাঁকে 'ইনকুইজিসন'-এর সম্মুখীন হতে হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে নিউটনের পরীক্ষায় জানা যায় দৃশ্যমান সাদা আলো সাতটি বিভিন্ন রঙের আলোর সমষ্টি। হাইগেন্সের আলোর তরঙ্গ তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা ১৮১৫ সালে, বিজ্ঞানী ফ্রেনেলের পরীক্ষায়। ১৮৬৫ সালে বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল এই তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের কথা বলেন। যার এক দিকে রয়েছে সূক্ষ্ম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের গামা রশ্মি, এক্স রশ্মি, পরে অতিবেগুনি, দৃশ্যমান আলো, মাইক্রো-ওয়েভ, অবলোহিত রশ্মি এবং সব শেষে রেডিও তরঙ্গ। এক একটি তরঙ্গ পাল্লার ব্যবহারিক প্রয়োগ বিভিন্ন ক্ষেত্রে। ১৯০৫ সালে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের আলোক-তড়িৎ ক্রিয়ায় আলোর কণা ফোটন চিহ্নিত হয়। এতসব বিজ্ঞানী আর সালের কথা এসে গেল কারণ বর্তমানে সালটা ২০১৫। বলা চলে আলো নিয়ে হাজার বছর পথ চলা। তাই রাষ্ট্রসংঘ এই বছরটিকে আন্তর্জাতিক আলোক ও আলোক প্রযুক্তি বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করেছে।

আলহাজান পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠা যা ১০১৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল এ বছর তার হাজার বছর পূর্ণ হচ্ছে।

সূর্যই সব শক্তির উৎস। তবু সূর্য থেকে যে আলো ও তাপ পৃথিবীতে আসছে, তার সবটা আমরা কাজে লাগাতে পারি না। আগামী ২০৬০ সালের মধ্যে আমাদের শক্তি চাহিদার এক-তৃতীয়াংশ এই আলো ও তাপ থেকে মিটবে বলেই বিজ্ঞানীদের ধারণা। কৃষি, শিল্প, আবাসন কিংবা ব্যবসায়িক যে কোনো প্রয়োজনে সৌর শক্তি ব্যবহারের প্রযুক্তি এখন আমাদের জানা। যা বাকি, তা হল চাহিদামত বিপুল ও স্বল্প মুল্যের উৎপাদন ব্যবস্থা। এ কাজ সম্ভব হলে দূষণমুক্ত বিশুদ্ধ শক্তি হিসাবে সৌরশক্তির প্রয়োজনীয়তা আরও ব্যাপক হবে।

প্রাণীজগতে আলোর প্রভাব বলতে প্রথমেই আসে সালোকসংশ্লেষের কথা। প্রায় সমগ্র উদ্ভিদজগত সৌরশক্তি শোষণ করে প্রাণীজগতকে লালন করে আসছে। আর সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত কিংবা রামধনুর প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে পাহাড় থেকে নদী কোথায় না ছুটছি আমরা। বিজ্ঞানের কল্যাণে আলোক প্রযুক্তি ব্যবহার সর্বব্যাপী। সিটি স্ক্যান, এম.আর.আই, এক্স-রে, লেসার প্রভৃতি প্রযুক্তি রোগ নির্ণয় ও নিবারণে চিকিৎসকদের অন্যতম হাতিয়ার। পদার্থবিদ্যা, রসায়ণ, জীববিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ের বিভিন্ন শাখায় আলোকপ্রযুক্তির প্রয়োগ বিশ্বজগতকে বুঝতে ও জানতে সাহায্য করছে। বিনোদনের জগতে আলোর ব্যবহার, দৃশ্যশ্রাব্য মাধ্যম, যোগাযোগ ও দূরসংবেদন ব্যবস্থা এক অনন্য মাত্রা গ্রহণ করেছে। ছ'টা গানের লং-প্লেয়িং এখন ইতিহাস। শত বছরের সঙ্গীত ভাণ্ডার পকেটে পুরে বেড়ানো এখন ইচ্ছা-অনিচ্ছার অধীন।

আজকের দিনে চোখের সাধারণ চিকিৎসা যেমন মায়োপিয়া, হাইপারমায়োপিয়া, প্রেসবায়োপিয়া ইত্যাদি নিরাময়ে স্মার্টফোনের ব্যবহার শুরু হয়েছে। চিকিৎসকের সাহায্য ছাড়াই অন্যাড্রয়েড প্রযুক্তি আছে এমন যেকোনো সেলফোনে নির্দিষ্ট সফটওয়ার ডাউনলোড করা, আর প্রয়োজনে ব্যবহার কয়েকটা 'ক্লিক' মাত্র। এশিয়া, আফ্রিকা বা দক্ষিণ আমেরিকার প্রত্যন্ত এলাকায় যেখানে আধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা পৌঁছায়নি সেখানেই শুধু নয়, শহুরে ব্যস্ত জীবনেও এই প্রযুক্তির ব্যবহার শুধু সময়ের অপেক্ষা। শুধু চোখের চিকিৎসায় নয়, ব্লাডপ্রেসার, কিডনি সমস্যা, কার্ডিওলজিক্যাল সমস্যা প্রভৃতি যে-কোন সমস্যায় রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ে আগামী দিনে স্মার্টফোনের ব্যবহার বাড়বে বলা যায়। প্যাথোলজিক্যাল ল্যাবোরেটরির দিন প্রায় শেষ।

ব্যস্ত রাস্তায় যানবাহন নিয়ন্ত্রণে আলোর ব্যবহার সবার জানা, কিন্তু জি পি এস প্রযুক্তি আবিষ্কার হওয়ার পর থেকেই চালকহীন গাড়ি প্রস্তুতির ভাবনা শুরু হয়েছে। সেদিন আর দূরে নয় যেদিন মানুষ ইচ্ছে গাড়ির সওয়ার হবে, আর লিফটে চড়ে এক ফ্লোর থেকে অন্য ফ্লোরে যাওয়ার অনুভূতি নিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছবে। বিশেষ তরঙ্গের আলো বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে বিশেষ কাজে লাগিয়ে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করা আলোর কাজ। আর এই কাজ করতে গিয়েই আমরা সেই আদি অকৃত্রিম প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করছি— কোথায় ছিলাম—কোথায় যাবো?

সোয়াইন ফ্লু

মৃণালকান্তি ঘোষ

'হোয়াটস্ ইন এ নেম'—শেক্সপিয়ার সাহেব বলে গেছিলেন। গোলাপকে নাকি যে নামেই ডাকা হোক তা গোলাপই থাকে, গন্ধ বা কাঁটা কোনটারই হেরফের ঘটে না। এই বাংলায় এলে অবশ্যি তিনি চশমা কপালে তুলে দেখতেন—নামই সব। নামেই শিলা ডোবো অথবা ভাসে, গলায় ফাঁস লাগে অথবা আলগা হয়। এখন এই নামের গেরোয় ফেঁসেছেন তাবৎ বরাহকুল। সেই কবে ঊর্ধ্বতন সহস্রতম পুরুষ প্রথম অসুখটি বাধিয়ে বরাহকুলকে ধন্য করেছিলেন। অসুখটির নামকরণ হয়েছিল সোয়াইন ফ্লু। আজ হাড়ে-মজ্জায় তার শোধ উঠছে। এক কানাকড়িও দায় না থাকা সত্ত্বেও সোয়াইন ফ্লু নিয়ন্ত্রণে শূকর নিধন যজ্ঞ চলছে এই বাংলায়। সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দ্যাশ!

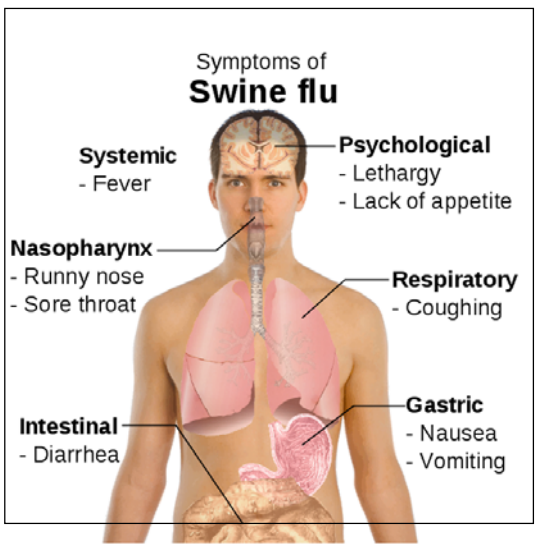

ব্যাপার হল ফ্লু-ই। আদতে ইনফ্লুয়েঞ্জা। এই রোগটি ভাইরাস-জনিত। এর ভাইরাস বড় বিচ্ছু। যেই না আটকাতে টীকার ব্যবস্থা হয় সঙ্গে সঙ্গে হয় তার প্রকৃতি বদল। একরত্তি শরীর, ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপ ছাড়া দেখাও যায় না, সকুল্যে দুটি প্রোটিন। কিন্তু একবার উৎপাত শুরু করলে ত্রাহি মধুসূদন দশা। প্রোটিন-দুটি হল এইচ এবং এন। এইচ-এর ভ্যারাইটি ১ থেকে ৯ আর এন-এরও ১ থেকে ৯। এই দুটির পারমুটেশন কম্বিনেশন করুন; অফুরন্ত ভ্যারাইটির ভাইরাস পাবেন। কোনটা যে কখন মারণ রূপ ধরে তার কোনো অঙ্ক এখনও কষা হয়ে উঠে নি। এইচ-১ এন-১ এবং নতুন একটা স্ট্রেন এইচ-২ এন-৩ ভি এখনকার এই সোয়াইন ফ্লু-র জন্য দায়ী।

লক্ষণগুলো একেবারে শুরুতে সাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরের মতোই। জ্বর অথবা জ্বর ভাব, গায়ে মাথায় ব্যথা যন্ত্রণা, কাশি, হাঁচি, সর্দি। শরীরের ইমিউনিটি ঠিকঠাক থাকলে তেমন চিন্তার কিছু নেই। ঔষধ খেলে ৭২ ঘন্টা আর না খেলে তিন দিনের ভোগান্তি—ব্যাস, খানিক দুর্বলতা ছাড়া বলার মতো তেমন কিছু থাকে না। ইমিউনিটি দুর্বল হলে শুরু হয় সোয়াইন ফ্লুর থাবা গেড়ে বসা। পেটের সমস্যা, বমি অথবা বমি বমি ভাব, মাথাব্যথার বাড়তে থাকা প্রকোপ, সেখান থেকে অব বা অচেতন সবই ঘটতে পারে। খিঁচুনি শ্বাসকষ্ট এবং হৃদযন্ত্রের সমস্যা সবই ঘটতে পারে। মৃত্যুর ঘটনাও বিরল নয়। এই মৃত্যু রোগের জন্য হয় না, হয় মূলত রোগের প্রকোপে হওয়া শরীরের ইলেক্ট্রলাইটের ভারসাম্যহীনতার জন্য।

না না, বেচারি সোয়াইন অর্থাৎ শূকরকুলের সাথে এই রোগটির ছড়ানোর এখন আর কোনো যোগাযোগ নেই। রোগটি মূলত ছড়ায় হাঁচি, কাশি ইত্যাদি দিয়ে—বিজ্ঞানের ভাষায় এরোসল্ ড্রপলেট স্প্রেড। রোগাক্রান্ত শূকর মানুষের নাকে বা মুখের উপর হেঁচে বা কেশে রোগ ছড়াচ্ছে—সে বড় কষ্ট কল্পিত! বেচারি মশা—যদিও রোগ ছড়ানোয় এর জুরি মেলা ভার, মশাবাহিত রোগের লিষ্টি করতে গেলে দিস্তা খাতা শেষ হয়ে যাবে, তবুও এ বাবদে তারা নির্দোষ। চিকিৎসার বিশদ এখানে আলোচনার তেমন সুযোগ নেই। তবে এটুকু জেনে রাখা ভালো, বেশির ভাগেরই তেমন কোনো চিকিৎসা লাগে না। যাদের লাগে তা মূলত রোগটির জন্য নয়, রোগটির দ্বারা তৈরি হওয়া শারীরিক জটিলতার জন্য। চিকিৎসা পরিভাষায় যা সাপোর্টিভ থেরাপি নামেই পরিচিত। দ্রুত চিকিৎসকের কাছে যাওয়া ও চিকিৎসকের পরামর্শমতো চলাটাই ভালো।

রোগ প্রতিষেধকের জন্য টীকা আছে ঠিকই, তবে তা 'হাই রিস্ক' গ্রুপের জন্য। স্বাস্থ্যকর্মী, বাচ্ছা ও বয়স্ক অথবা যাদের ইমিউনিটি কম তাদের জন্য টীকা করণ করা যেতে পারে। গণ-টীকাকরণের সাফল্য তেমন পাওয়া যায় নি। রোগাক্রান্তের হাঁচিকাশি থেকে দূরে থাকতে হবে। রোগীকে মাস্ক পরিয়ে রাখা উচিৎ। রোগাক্রান্তের চিকিৎসা করার সময় শুশ্রূষাকারীকে মাস্ক ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে।

ঋতু পরিবর্তনের সময় এমনিতেই ফ্লুর প্রাদুর্ভাব বাড়ে। সব ফ্লু-ই সোয়াইন ফ্লু নয়। গুজব ছড়ানো বা আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। সচেতনতা ও সঠিক প্রতিরোধী ব্যবস্থার কোনো বিকল্প নেই।

বর্ধমান বিজ্ঞান কেন্দ্রে বিজ্ঞান দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৮ ফেব্রুয়ারি : জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে বর্ধমান বিজ্ঞান কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হল স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বসে আঁকা, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা ও আলোচনাচক্র। অনুষ্ঠানে ২৬০জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বর্ধমান বিজ্ঞান কেন্দ্রের আধিকারিক নিরঞ্জন গুপ্তা সহ অন্যান্যরা। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাশরুম চাষ ও তার বিভিন্ন রকম উপকারিতা নিয়ে আলোচনা করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানি বিভাগের অধ্যাপক ড. জগৎপতি তা।

রাজ্য বাজেটে

—প্রথম পাতার পর

অবসরপ্রাপ্তদের কম বেতনে এখন নিযুক্ত করা হচ্ছে। তৃতীয়ত, এই কর্মসংস্থানের জন্য নতুন নিয়োগ কীভাবে হয়েছে? বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই গোপনে গোপনে কি এই নিয়োগ হয়েছে? যখন নিয়োগ মাত্রেই দুর্নীতির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। এর সাম্প্রতিকতম উদাহরণ হচ্ছে বর্ধমানের জেলাপরিষদ কর্তৃক নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতি। যেটুকু যা কর্মসংস্থান হয়েছে তা হয় সিভিক পুলিশের মতো কম বেতনে বা ছোট ছোট সেবা প্রদানকারী অসংগঠিত ক্ষেত্রে, না হলে চিট্‌ফাণ্ডের মতো প্রতিষ্ঠানগুলিতে।

২০১৪-১৫ সালের রাজ্য বাজেটে রেভিনিউ ঘাটতি দেখানো হয়েছিল শূন্য। কিন্তু এই ঘাটতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ হাজার ৩৬১ কোটি টাকায়। এই রাজস্ব ঘাটতির জন্য দায়ী করা যায় এই সরকারের বেহিসাবি 'মেলা-খেলা-মোচ্ছব'-কে। অন্যদিকে অমিতবাবু প্রতিবারই বাজেটে ফিস্‌কাল ঘাটতির কথা যা ধরেন, বাস্তবে তা বেড়ে যাচ্ছে। এই বৃদ্ধির পিছনে মূল কারণ মূলধনি ব্যয় বৃদ্ধি (যা অর্থনীতির পক্ষে ভাল) তা নয়, এটা ঘটছে রেভিনিউ ব্যয় বৃদ্ধির জন্য। যার প্রভাব একটি বছরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং যা অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদি সুফল বয়ে আনে না। বাজেট প্রস্তাব থেকে দেখা যাচ্ছে কৃষি, জলসেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলিতে বাজেটের তুলনায় প্রকৃত ব্যয় অনেকটাই কমে গেছে। অনুরূপভাবে, রাজ্য সরকারের কর্মীদের জন্য ধার্যকৃত ব্যয় অনেকটাই কম করা হয়েছে এবং প্রকৃতভাবে (দামস্তর দিয়ে হিসাব করে দেখা যায়) এই ব্যয় অনেকটাই কমে গেছে। অর্থাৎ বর্তমানের সরকার কর্মীদের বেতন বাবদ খরচ কমিয়ে দিয়েছে।

এই বাজেটে ৪০ লক্ষ সাইকেল বিতরণের কথা বলা হয়েছে। বাস্তবে এই লক্ষমাত্রা পূরণ করা সম্ভব কিনা তার উত্তর পরের বছরের বাজেটেই পাওয়া যাবে। কন্যাশ্রী প্রকল্পে যে টাকা বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে তা পরিমাণে অল্প হলেও ভালো। অনুরূপে, ভোটের দিকে লক্ষ রেখে যে স্ট্যাম্প ডিউটি ১ শতাংশ কমানোর কথা বলা হয়েছে বা ১০ লক্ষের নিচেতে মূল্যযুক্ত কর না দেওয়ার কথা বলা হয়েছে তার সুফল কম ব্যক্তিরাই পাবেন। বা এগুলি ঋণের বোঝা বাড়াতে আরো সাহায্য করবে।

সর্বশেষে বলা যায়, বিভ্রান্তি বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রীয় অনুদানগুলিকে (যা অনেকাংশে প্রত্যাশিত) রাজ্য বাজেটের হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। এতে মনে হচ্ছে, রাজ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনেকটাই খরচ বেড়েছে। আসলে তা কিন্তু নয়, এটা কেন্দ্রের দেওয়া অর্থ ধরে বাজেটে তথ্যের 'জাগলারি'। আর অমিত মিত্র মহাশয়ের দাবিকৃত রাজস্ব বৃদ্ধি আসলে এ বছর ৫ হাজার কোটি টাকা কমে গেছে। অর্থাৎ এই বাজেট সমস্ত দাবিগুলিরই অসাড়তা প্রমাণ করে। বরং রাজ্যের উন্নয়ন ক্রমশ ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে।

দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানার বিদ্যালয়গুলি বন্ধ করে দেওয়ার তুঘলকি চক্রান্ত

বিশেষ সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : গত শতাব্দীর ৫০-এর দশক থেকে দুর্গাপুরে গড়ে উঠতে থাকে একের পর এক সরকারি শিল্পসংস্থা যার মধ্যে অন্যতম অবশ্যই রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসংস্থা দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা (ডিএসপি)। ১৬টি গ্রামকে রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ করে তুলে দেয় ডি.এস.পি হাতে। ১৯৬০ সালে তৈরি হয় ডি.এস.পি-র প্রথম স্কুল এ'জোন মাল্টিপারপাস (কো-এড)। এরপরে একে একে তৈরি হয় ১০টি হাইস্কুল, ১৯টি প্রাইমারি স্কুল সহ প্রাইমারি স্কুলের সহযোগী আরও ১০টি নার্সারি স্কুল। ৭০-এর দশকে ডি.এস. পি-র স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ৩০,০০০ ছাড়িয়ে যায়। হাইস্কুল, প্রাইমারি ও প্রাইমারি স্কুলের সহযোগী নার্সারি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সর্বোচ্চ সংখ্যা ১, ৬০০ ছাড়িয়েছিল। সুপরিকল্পিত স্কুলবিল্ডিং, বড় ও আরামদায়ক ক্লাসরুম চেয়ার, বেঞ্চি, টেবিল, অডিটোরিয়াম, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি, খেলার মাঠ ও অপর্যাপ্ত খেলার সরঞ্জাম, গান-বাজনার সরঞ্জাম, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রকমারি টিফিন, নিবেদিত শিক্ষককুল—এককথায় স্বাধীন ভারতের আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ঠিক যেমনটি দাবি ছিল, তার অধিকাংশই ছিল ডি.এস.পি-র স্কুলে। দেশের শিল্প মানচিত্রে যেমন সামনের সারিতে ডি.এস.পি উঠে আসে, ঠিক তেমনি রাজ্যের শিক্ষাজগতে উল্লেখযোগ্য জায়গা করে নেয় ডি.এস.পি-র স্কুলগুলি। বিশেষ করে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ১০জনের তালিকায় যখন কলকাতার কিছু নামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের রমরমা ছিল, তখন জেলার স্কুল হিসেবে ডি.এস.পি-র এ'জোন বয়েজ মাল্টিপারপাস, কাশীরাম ও শিবাজী বয়েজ, বি'জোন গার্লস মাল্টিপারপাসের মতো স্কুলগুলি থেকে প্রায় নিয়মিত সেই মেধা তালিকায় জায়গা করে নিত। বর্ধমান জেলা তো বটেই, কলকাতা সহ ভারতের নামীদামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ডি.এস.পির স্কুলের থেকে পাশ করা বহু ছাত্র-ছাত্রী বিপুল সংখ্যায় ভর্তি হওয়ায় যোগ্যতা অর্জন করত এবং আজও করছে। তবে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা কমে আসার সাথে সাথে এখন সেই সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে। ডি.এস.পি-র স্কুলে ডি.এস.পি-র শ্রমিক পরিবার সহ বিভিন্ন সরকারি ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের (গ্রামসহ) ছাত্র-ছাত্রীরা পড়তে আসতো। রাজ্যের কাছে জমি সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ এবং আইনি ও সমাজিক দায়বদ্ধতা থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ডি.এস.পি-র শ্রমিক পরিবার সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শিক্ষা প্রসারে ব্রতী হয়েছিল। এই প্রয়াসের অসামান্য ফল হল ডি.এস.পি-র স্কুলের থেকে পাশ করে লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী আজ দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশেও প্রতিষ্ঠিত। ইস্পাত তৈরির সাথে পশ্চাৎপদ অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও মানবসম্পদ তৈরি করার এই অসামান্য প্রয়াসের তাৎপর্য উপলব্ধি অথবা বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা এখনও হয়নি। কিন্তু ভবিষ্যৎকে তা করতে হবে।

কিন্তু ৭০-এর মাঝামাঝি থেকে বিশেষ করে জরুরি অবস্থার সময় থেকে, ডি.এস.পি কর্তৃপক্ষ স্কুলের থেকে একে একে সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাহার করতে থাকে। ডি.এস.পি এই সময়েই আইনের পরোয়া না করে ইস্পাতনগরীতে বেসরকারি স্কুল তৈরি করে বিপুল মুনাফার রাস্তা খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেয় বলে অভিযোগ। ১৯৮৪-য় রাজীব গান্ধি সরকারের সময় তেকে পরবর্তী তিন দশক ধরে ডি.এস.পি-র শিক্ষা-বাজেট কমতে শুরু করে, নতুন শিক্ষক নিয়োগ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়, শ্রমিক পরিবারের বাইরে ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির সুযোগ ক্রমশ কেড়ে নেওয়া হয়। এককথায় ডি.এস.পি-র স্কুলগুলিকে গুটিয়ে ফেলার কাজ শুরু হয়ে যায়। তিন দশক ধরে এই প্রক্রিয়া চলার মধ্য দিয়ে আজ প্রাইমারি স্কুলের সংখ্যা হয়েছে ১টি, হাইস্কুল ৭টি ও ইংরাজি মাধ্যমের (সি.বি.এসসি) স্কুল ১টি। সামনের বছরে আরও ২টি (আকবর রোড গার্লস ও বি'জোন বয়েস মাল্টিপারপাস) হাইস্কুলে বন্ধের নির্দেশিকা জারি করেছে ডি.এস.পি। স্কুলে ফি বৃদ্ধি একধাক্কায় ৮২ গুণ বৃদ্ধিরও নির্দেশ জারি করেছে ডি.এস.পি। এই সময়ের মধ্যে জনসংখ্যা বেড়েছে, বেড়েছে ছাত্রসংখ্যা। বামফ্রন্টের সময়ে ইস্পাতনগরীর সংলগ্ন অঞ্চলে স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হলেও পর্যাপ্ত নয়। গত ৫৫ বছর ধরে, শ্রমিক পরিবার ছাড়াও এই অঞ্চলের নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা ছিল ডি.এস.পি-র স্কুল।

আজ মোদী সরকার সেইলের শেয়ার বেচে কেবল দেশের ইস্পাতশিল্পকে বেঁচে দিচ্ছে তাই নয়, বেচে দিচ্ছে জনগণের সম্পত্তি। তারই রেশ ধরে রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট এবং পাবলিক সেক্টরের আইনি দায়বদ্ধতাকে অমান্য করে কর্তৃপক্ষ ডি.এস.পি-র স্কুলকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়ে ইস্পাতনগরীতে বেসরকারি স্কুলের মুনাফা করে দেওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে। তৃণমূল সরকার সব জেনেও নিশ্চুপ।

আলোচনাসভা

—প্রথম পাতার পর

থেকে খুন সবই চলছে অবাধে। আজকে পশ্চিমবঙ্গে ভয়ঙ্কর আঁধার নেমে এসেছে। আক্রমণের শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ, বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মী-নেতারা, এমনকি খোদ তৃণমূল কংগ্রেসের লোকজন। এর বিরুদ্ধে সামগ্রিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্র আবেদন করেন। চলচ্চিত্র পরিচালক অরুণাভ গাঙ্গুলী বলেন যে, এই ভয়ঙ্কর নৈরাজ্যকে প্রতিরোধ করতে হবে। রাস্তায় নেমেই প্রতিরোধের রাস্তা খুঁজে নিতে হবে। আলোচনসভায় সঞ্চালক ছিলেন কবি রূপক দাস। সভার সূচনায়, অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্র, চলচ্চিত্র পরিচালক অরুণাভ গাঙ্গুলী ও কবি রূপক দাসকে পুষ্পস্তবক দিয়ে অভিনন্দন জানান যথাক্রমে অজিত মুখার্জী, রথীন রায় ও অরুণ চৌধুরী।

খুন তো হতেই হবে ...

—দুয়ের পাতার পর

শেখ হাসিনা? তাঁর সরকারের আমলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলেছে বিএনপি সহ ১৪ দলের লাগাতার হরতাল। পুড়ছে বাস, লরি। পুড়ে মরছেন যাত্রীরা। আর কিছু গরম ভাষণে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলে চলেছেন হাসিনা। দেশবাসী ক্ষুব্ধ বিএনপি নেত্রী বেগম জিয়ার নৈরাজ্য মূলক কর্মসূচিতে। অথচ কিছুই করার নেই প্রধানমন্ত্রীর।

কবি সাহিত্যিক খুনের ভয়ঙ্কর ইতিহাস আগেই দেখেছেন ঢাকাবাসী। সেটা ১৯৭১ সালের ঘটনা। ভারতের কাছে পরাজয়ের আগে পূর্ব পাকিস্তানের মানবিক ভবিষ্যৎ ধ্বংস করতে পাক বাহিনী চালিয়েছিল বুদ্ধিজীবী নিধন পর্ব। সেটা নিছকই পরাজয়ের আগে শেষ প্রতিহিংসা। আর এখন যেটা চলছে, সেটা হল অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে ভয়ের রাজত্ব তৈরির চেষ্টা। বাংলাদেশ ভিত্তিক কয়েকটি ধর্মীয় মৌলবাদী সংগঠন এ ধরনের নাশকতার পরিবেশ তৈরিতে যুক্ত। হুমায়ন আজাদের উপর হামলা, রাজীব আহমেদ ও অভিজিৎ রায়কে খুন তারই অংশ।

একদিকে জামাত-বিএনপির হিংসার আগুনে পুড়ছেন বাংলাদেশেবাসী। অন্যদিকে ঢাকা বার অ্যাসোসিয়েশনের ভোটে বিপুল জয়ী হচ্ছেন বিএনপি-জামাত ইসলামি জোট প্রার্থীরা। এ এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। হাসিনা স্বস্তিতে। তাঁর রাজত্বে জয়ী হচ্ছে গণতন্ত্র।

এরপরে আর বলতে জড়া নেই অভিজিৎ রায়ের মতো আরও অনেকের খুন হওয়াই হল শেষ পরিণতি।

বর্ধমান নাট্যদিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : নটধা আয়োজিত মহানাট্য সমারোহে গত ৭ ফেব্রুয়ারি হাওড়া রামগোপাল মঞ্চে বর্ধমানের ৫টি নাট্যদলের নাটক নিয়ে অনুষ্ঠিত হল 'বর্ধমান দিবস'। অংশগ্রহণ করেছিল স্বপ্নঅঙ্গনের নাটক 'যশোদা মা', ইন-সাইড-আউটের নাটক 'মিঃ রাইট' এবং নাট্যভূমির নাটক 'পারফেক্ট মার্ডার'। প্রতিটি নাটক বর্ধমানের থিয়েটারের মানকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। অভিনয়, আলো, মঞ্চ সবক্ষেত্রেই অসাধারণ কাজ করেছে। ৫টি নাটকই দর্শকদের কাছ থেকে প্রশংসা লাভ করেছে। নটধার এই উদ্যোগ বর্ধমানের থিয়েটারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় সহায়ক হবে।

জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২৬ ফেব্রুয়ারি : সি পি আই(এম) ঘনিষ্ঠ দরদি জহর দাস(৬৮) আজ সকালে একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি দীর্ঘদিন রোগে ভুগছিলেন। প্রয়াত জহর দাস সাক্ষরতা জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজনীতিতে আসেন। এলাকায় সকল মানুষের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন। এলাকার উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। তাঁর মৃত্যুর খবর পাবার পরই এলাকার অসংখ্য মানুষ, দলের কর্মী, সমর্থকরা বাড়িতে এসে শেষ শ্রদ্ধা জানান। এলাকায় তাঁর মরদেহ নিয়ে পাঁচ শতাধিক মানুষের শোকমিছিল হয়। জহর দাসের স্ত্রী বর্তমান। এক কন্যা বিবাহিত।

গ্রাহকদের প্রতি আবেদন

নতুন চিঠির বাৎসরিক গ্রাহকচাঁদা যাঁদের বকেয়া হয়েছে অবিলম্বে পরিশোধ করে পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অনুরোধ জানাই। গ্রাহক চাঁদা বাৎসরিক ৫০ টাকা। বছরের যে-কোনো সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

-কর্মাধ্যক্ষ, নতুন চিঠি।

প্রেস ক্লাবের দোল ফাগুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১ মার্চ : বর্ধমান জেলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে বর্ধমান টাউন হল প্রাঙ্গনে বসন্তের এক বৈকালিক আড্ডার আয়োজন করা হয়। বসন্ত উৎসব নিয়ে বক্তব্য রাখেন প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শরদিন্দু ঘোষ। গান, আবৃত্তি, কবিতা পাঠের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানটি প্রানবন্ত হয়ে ওঠে। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন পার্থ চৌধুরী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জগন্নাথ ভৌমিক। সভাপতিত্ব করেন আব্দুস সবুর। সদস্য ও সাংবাদিক বন্ধুরা সপরিবারে উপভোগ করেন অনুষ্ঠানটিকে।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি জামিরা সেখ, স্বামী - হাসেম সেখ, গ্রাম - পিঙ্গুর, পোঃ - কলানবগ্রাম, থানা - মেমারি, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজেস্ট্রিট বর্ধমানের নিকট ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম জামিরা সেখ, স্বামী হাসেম সেখ। রেশনকার্ডে আমার নাম ভুলবশত জামিরা বেগম, স্বামী সেখ হাসেম নথিভুক্ত হয়েছে। জামিরা সেখ, স্বামী হাসেম সেখ এবং জামিরা বেগম, স্বামী সেখ হাসেম এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি মৃত্যুঞ্জয় মালিক, পিতা প্রয়াত শম্ভুনাথ মালিক, ব্রাহ্মন পাড়া, বড়শুল, থানা ও জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ তারিখে এক এইফডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার কন্যার প্রকৃত নাম SUSMITA MALIK এবং স্ত্রী'র নাম Madhabi Malik । আমার কন্যার জন্মশংসাপত্রে তার নাম ভুলবশত SWASMITA MALIK নথিভুক্ত হয়েছে। SUSMITA MALIK এবং SWASMITA MALIK এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৯৩৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি; ২। স্টিভ পল জোবস, সানফ্রান্সিসকোয় ১৯৫৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি; ৩। মোঘলসম্রাট আকবরের সভাসদ, চিকিৎসক ও কবি, ১৫৮৬ সালে ২৫ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধক্ষেত্রে; ৪। ২০০১ সালে ২৫ ফেব্রুয়ারি, জন্ম ২৭-৮-১৯০৮; ৫। বিজ্ঞানী লাইনাস কার্ল পাউলিং, ১৯০১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি, আমেরিকার অরিতান শহরে; ৬। বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানার তোড়কনায়, জন্ম ১৮৪৪ সালের ২৩ ডিসেম্বর, মৃত্যু ১৯২১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি; ৭। আফ্রিকা মহাদেশে, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২২, জাতীয় প্রতীক সোনালী ঈগল, জাতীয় ফুল পদ্ম; ৮। ১৯২৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩০ সালে; ৯। ১৯৪৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি, স্যার ব্রাডফোর্ড লেসলি; ১০। নবওয়ের হিবাধিক সেন পরিবারে, ১৯৬০, ১৯৬৪ এবং ১৯৬৮ সালে; ১১। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রায়পুরের জমিদার সিংহ পরিবারের কাছে ১-৩-১৮৬৩ সাল; ১২। দশম বিশ্বকাপে ২০১১ সালের ১ মার্চ।

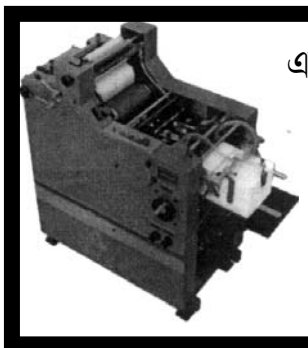

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

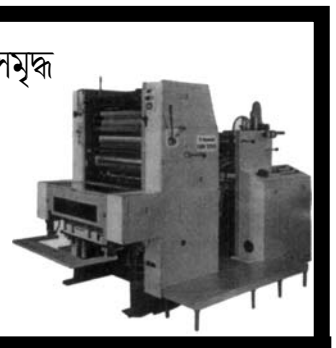

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা